কিন্তু, যার যা পার্ট মালা, সে তো পাল্টানো যায় না

মালা চক্রবর্তীর চরিত্রে

অঙ্কিতা মাঝি

অসীম চক্রবর্তী। আমি 'বারবধূ' দিয়ে সুবোধ ঘোষ ও অসীম চক্রবর্তীকে চিনতাম। বিষাদে কোনো অসীমতার ধারণাই আমার ছিল না। আমি সত্যিই জানতাম না, বাংলায় অসীম চক্রবর্তী প্রথম আর্থার মিলার, ব্রেখট এবং অ্যাবসার্ড নাটক মঞ্চস্থ করেন। কেন জানি না, খবরের কোনো বাজারেই এই নামের কোনো মানুষ সম্পর্কিত কোনো কলাম আমার চোখে পড়ে নি। সুতরাং জ্ঞানতো আমি এই নাটকটির কাছে কৃতজ্ঞ। ইতিহাসের কাছে কৃতজ্ঞ, ওই মানুষটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইন্দ্ররঙ্গ প্রযোজিত নাট্য 'অদ্য শেষ রজনী'তে আমি অসীম চক্রবর্তীর স্ত্রী মালা চক্রবর্তীর ভূমিকায় অভিনয় করি। অভিনয় জীবনে এই প্রথম কোনো জীবিত মানুষের ভূমিকা আমি মঞ্চে পালন করেছি। বিভিন্ন পড়াশোনা, বই এসবের বাইরে একজন মানুষ আমায় ইতিহাসের পাতা মনে মনে উল্টিয়ে বোঝাচ্ছেন। এক সান্ধ্য ভোজনের আয়োজন হয়েছিল বেহালায়, সেখানে বর্তমানে মালা দেবী থাকেন।

কথোপকথন হল এইরকম :

মালা (অভিনেত্রী) : নাটকটা আপনার কেমন লেগেছে?

মালা দেবী : তোমরা সবাই খুব ভালো কাজ করেছ।

মালা (অভিনেত্রী) : নাটকের বাইরে আপনি কিছু বলুন। আপনি রজনীকে দেখেছেন? (সত্যি কথা বলতে কিছু প্রশ্ন আমি সরাসরি করে উঠতে পারছিলাম না।)

মালা দেবী : উনি আসতেন আমাদের বাড়িতে। এসেই ওকে (অসীম) বলতেন, কি হয়েছে ডিরেক্টর, এই তো আপনার অভিনেত্রী আপনার সামনে। (একটু থেমে বলেন, খানিক অভিমান মেশানো গলায়) বাড়িতে আমার তিনটে বাচ্চা আর আমি যেন নেই! এমন একটা ভান করত, তাই মনে হতো।

মালা (অভিনেত্রী) : আপনি কখনো অভিনয় করেন নি?

মালা দেবী : হ্যাঁ, করেছি তো। যখনই নাটকের কোনো কুশীলব অনুপস্থিত থাকতেন, তখনই আমার ডাক পড়ত। একবার নৈহাটিতে স্কুলের পরীক্ষা নিতে গেছি, হঠাৎই খবর এল বিকেলের শো-তে একজন আসবেন না। আমায় সেই রোলটা করতে হবে।

মালা (অভিনেত্রী) : আপনিও বিকেলে মঞ্চে উঠলেন?

মালা দেবী : কি করতাম! তখন পরীক্ষা শেষ করে সোজা ফেরি পেরিয়ে হল-এ। শো-টা করেছিলাম।

মালা (অভিনেত্রী) : পার্ট মনে ছিল?

মালা দেবী : (হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসলেন) বললেন, না, না, উনি আমার কানে কানে সংলাপ বলে দিচ্ছিলেন। (এবার নিজে থেকেই বললেন) কেতকীর (কেতকী দত্ত) হাবভাব আমার ভালো লাগত না। চিৎকার করে ছেলেদের সাথে হই-হই, জামাকাপড় ভালো না—আমার খুব উগ্র লেগেছিল।

মালা (অভিনেতা) : আপনি কখনো আপনার ভালো না লাগা অসীমবাবুকে বলেছিলেন? এত কিছুর পরেও আপনি সবরকমভাবে ওর পাশে থেকেছেন কোন জোরে?

মালা দেবী : না, বলিনি। কারণ উনি ঘরে-বাইরে গোলাতেন না। জানো, দুটো আলাদা মানুষ। আমি শুধু একটাই কথা বলেছিলাম, আমি তোমার মতো অত নিচে নামতে পারব না। আমার ছেলেমেয়ে, স্কুল, খাতা—এসব নিয়েই ভেবেছি আর ওর সব বইগুলো শ্যামবাজারের মোড়ে ফেলে পুড়িয়ে দিল সব। আমি একা কিছুই করতে পারিনি।

এই গোটা কথোপকথন থেকে আমি শুধু মালা দেবীর চোখ দুটোই দেখেছিলাম। শুধু সততা ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে। পরবর্তী অভিনয়ের সময় ওই চোখ দুটো আমার কাছে ফিরে ফিরে আসছিল। আসলে, আমি যেই সময়ের মানুষ, আমার চারপাশে একজনও এইভাবে আর কথা বলে না। পুরোনো নাটক দেখার কোনো সুযোগ বা উপায় বাংলায় নেই, তাই আমি সেই পথে আর হাঁটলামই না। নিজের জীবন, বোধ, অতীত, বর্তমান—সব খুঁড়ে বের করা শুরু হল।

এই খননপর্বে আমার পরিচালক ব্রাত্য বসু, আমায় প্রতিনিয়ত সূক্ষ্ম কিছু সূত্র ধরালেন, রিহার্সালের প্রায় কুড়ি দিনের বিরতি, হঠাৎ চোদ্দ দিনে পরিচালকের ফোন। বললেন, কোর্টের দৃশ্যে তুমি হাত তুলো না। ১২তম শো-এর শেষে বললেন, তুমি দীর্ঘশ্বাসটা ফেলো না, ডাইরেক্ট খাতা দেখা শুরু কর। পান থেকে চুন খসলেই, মঞ্চ থেকে বেরিয়েই বুঝি, ব্রাত্যদা আসছেন। নির্ঘাৎ বকা! ১৫তম শো-এর আগেও হয়তো কিছু পাল্টে যাবে। এই ইনস্ট্যান্ট পরিবর্তনগুলো একজন অভিনেতার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং। আমারও ভালো লাগত যখন মনটাকে পুরোপুরি বেঁধে ফেলেছে মালা চক্রবর্তী, সেই অভ্যেস ফাঁকে মনটাকে একটু অন্যরকমভাবে সাজাতে আমার ভালো লাগে। ঠিক শো-এর আগেই নতুন কোনো সূত্র আমায় প্রথম থেকে ভাবায়।

পাশাপাশি সহ-অভিনেতা কমরেড অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যাঁর কাছে ঠান্ডা মাথায় সমস্ত সমস্যার সমাধান থাকে। অথচ ও নিজে রক্তাক্ত হতে থাকে প্রতিনিয়ত। প্রত্যেক শো-তে পাল্টে দিচ্ছে কিছু না কিছু, আচরণ, সংলাপ বলছে অন্য যুক্তিতে। পরে যখনই জিজ্ঞাসা করেছি, তাহলে কি আজ যা করলে সেটাই থাকবে? তাহলে আমি নিজেও কিছু রি-অ্যাকশন পাল্টে ফেলব! বলল, 'হ্যাঁ'। তার যুক্তিও দিল। আমার প্রতিটা দৃশ্যের বিস্তারিত যুক্তি জানতে চাইল, পাল্টা যুক্তি দিয়ে অন্য পথ দেখায়। আবার ঠিক বা ভুল বলে যে কোনো নির্দিষ্টতা নেই সেটাও বলে। প্রত্যেক শো-তে নতুন বল দিলে ছয় তো আমায় মারতেই হবে! জানো, সব খেলার মাঠ আর আমরা খেলোয়ার।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দৃশ্য। নৈহাটিতে কল শো, মালার হাতে আকাদেমির চিঠি। অমিয় রাগে ফুঁসছে, চিঠিতে লেখা 'বারবধূ'র অভিনয় আকাদেমিতে করা যাবে না। তখনও থার্ড বেল পড়েনি, আমি চিঠি হাতে উইং-এর পাশে এসেছি। দেখলাম, অমিয় বসে আছেন। দ্বিতীয়ার্ধের প্রস্তুতি পর্ব চলছে নিজের মনে; আচমকা ওর হাতে চিঠিটা দিয়ে বললাম, 'দ্যাখো, আকাদেমি চিঠি পাঠিয়েছে, বলছে 'বারবধূ' করতে দেবে না।' ও চিঠিটা নিল, খুব মন দিয়ে পড়ল, তারপরে ব্যাক স্টেজেই ছুঁড়ে ফেলে দিল চিঠি। তারপরেই থার্ড বেলের শুরুর দৃশ্যে সেটারই কন্টিনিউয়েশন সংলাপ বলল, '...আকাদেমির চিঠিটা আর একবার পড়ো তো মালা।' ব্যাক স্টেজ থেকেই আমরা অভিনয়টা করছিলাম, সাবটেক্সটা নিজেদের মতো, চরিত্রের মতো অ্যাক্ট করে।

ব্রাত্যদা বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, সবই ব্যক্তিগত। রাস্তার সাথে রাস্তার যুদ্ধও ব্যক্তিগত কারণেই হয়! মালাও আমার কাছে খুব ব্যক্তিগত এক চরিত্র। আমার ভেতরের মালাকে আমি চিনি, আমার চারপাশে রজনীকে আমি দেখেছি। আর অমিয়, অমিয় চক্রবর্তী... তাই চরিত্রটাকেও আমি আমার ব্যক্তিগত খাতেই তৈরি করেছি। শান্ত, ধীর, ক্লান্ত অথচ শিক্ষিকা, লড়াকু একজন মহিলা। ওই ব্যক্তিগত বিশ্বাসেই মালা বলেন, 'আমায় অভিনয় শেখালে না কেন?' আবার পরমুহূর্তেই বলে উঠছেন, 'টান মেরে ফেলে দেব সব মাছ'। আবার শান্ত, আবার ধীর, রাগ, দুঃখ, অভিমান, সম্পর্ক—সবটা ঘটে চলছে নীরবে, শান্ত হয়ে। বিশেষ করে মঞ্চেই অভিনয় করা কঠিন। বাড়তি কিছু করে ফেলার প্রবণতা এসে যায়। যখন অভিনয়টার কাছে সংলাপ, হাত-পা, দৌড়োদৌড়ি, কিছু থাকে না, তখন তো অভিনয়টার একমাত্র অস্ত্র হয় তাঁর বিশ্বাস। ব্যক্তিগত বিশ্বাস। ব্যক্তিগত আমি আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমি সত্যি বিশ্বাসেই ওই ভাতগুলো যত্নে থালায় বাড়ি, অভিনয় করি না।

সত্রাজিৎদা, দেবযানীদি, ইন্দ্ররঙ্গ দলের প্রত্যেকের সাথে 'অদ্য শেষ রজনী'তেই আমি প্রথম কাজ করি। এর বাইরে উজ্জ্বলদা, যিনি প্রথম দিন স্ক্রিপ্ট পড়ার শেষে কেঁদেই যাচ্ছিলেন, দেবাশিসদা, সুদীপদা, অনিন্দ্যদা, দিশারীদা, আলিদা—এরা প্রত্যেকেই প্রতিবার আমায় ঋদ্ধ করেন। মোহিত মৈত্র মঞ্চের মতো একটি অনামী হল এতদিনের জন্য ভাড়া করা, সাউন্ড প্রবলেমের জন্য আলাদা বক্স, এতো বিজ্ঞাপন, এতো ফ্লেক্স, সবটার জন্য ইন্দ্রদাকে আলাদা করে একটা ধন্যবাদ। আসলে, রেপার্টরি থেকে বেরিয়ে কোনো দলেই শো-এর রেগুলারিটি আমি পাইনি, আমি কেন থিয়েটারের অনেক দলই পায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকে না, আর সুযোগ থাকলেও সদিচ্ছা থাকে না সব ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে দুটোই ঘটেছে তাই আমরা এখনো রেগুলার শো করতে পারছি। মোহিত মঞ্চের শো পর্ব আপাতত স্থগিত আছে। এই নাট্য মোহিত-এর দর্শককে নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। বারোটা শো, মোহিত মৈত্র মঞ্চের মতো একটা অনামী হল, প্রায় প্রতিদিন হাউসফুল। শুধু কী বিজ্ঞাপন? শুধুই ফ্লেক্স? শুধুই কী একটা ইতিহাস? শুধুই এক একাকী শিল্পীর কেচ্ছা কাহিনি? দর্শক আসছেন, রিপিট করছেন, চুপ করে যাচ্ছেন, আবার কাঁদছেন, নিজের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেক, আবার চুপ করে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, মানুষ অসীম চক্রবর্তীকে চিনেই ফেলেছেন, নীল ঘোড়া মানুষকে ভাবাচ্ছে, তারা আপশোস করছেন, গ্লানি বোধ করছেন যেন! তখন আমার ভালো লাগেই, জানো মালা চক্রবর্তীর ভালো লাগছে। ব্যক্তিগত ভালো_লাগা।